রহমতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার
Rahmatullah Smriti Rathagar

জ্ঞান-ই শক্তি

■ স্থাপিত: ২০১৩ ■ রেজি নং:জাগ্রকে/০১৭২

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫

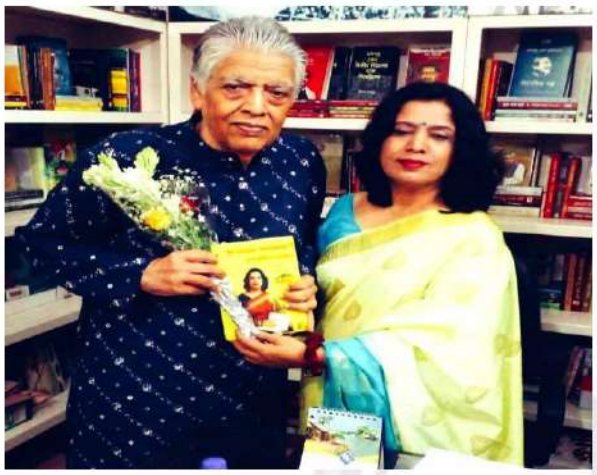

ঠিকানা: বাসা: ১৫, রোড: ০২, ব্লক: সি,বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।
মোবাঃ ০১৭৩১-০৯০২৬৫, E-mail: rspathagar13@gmail.com

সভাপতির বার্তা

যে জাতি যত শিক্ষিত জ্ঞানী, সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের উত্তম পন্থা হচ্ছে বই। আর এজন্য প্রয়োজন অধিক পরিমান পাঠ্যস্থান বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতিকে সুন্দর, উন্নত, গঠনমূলক মুক্ত-উদার ও প্রগতিশীল করার জন্য চাই জ্ঞান অর্জন। সমাজকে সুস্থ্য ধারার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সকল অন্যায়-দূর্নীতি, মৌলবাদ, ধর্মীয় গোড়ামি, সন্ত্রাস ও কুসংস্কারমুক্ত শোষনহীন দেশাত্ববোধের চেতনায় সমৃদ্ধ, আদর্শ সমাজ গঠন করার জন্য প্রয়োজন পাঠাগার গড়ে তোলা।

তাই উন্নত সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ২০১৩ সালে ০৭ জানুয়ারী ইং তারিখে বনশ্রী, রামপুরা এলাকার আশেপাশের বিভিন্ন সংস্কৃতমনা, জ্ঞানী, সমাজ ও সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষিত-স্বশিক্ষিত বিভিন্ন পেশাজীবি লোকের সমন্বয়ে সম্মিলিত প্রয়াসে রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বই পাঠ কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার বই পাঠ কর্মসূচী বিভিন্ন দিবসে তাৎপর্য অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহন বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে সমাজ সচেতনতা মূলক কর্মসূচী, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের বিরূপ প্রতিক্রীয়াশীলদের রোধ, সামাজিক দূর্নীতি সন্ত্রাসমুক্ত শোষনহীন সামাজিক মূল্য বোধের অবক্ষয় রোধ, প্রগতিশীল সমাজ গঠনে ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে রহমতুল্লা স্মৃতি পাঠাগার।

সভাপতি

মোঃ আবু হেনা নাজিম উদ্দিন
রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার

সাধারণ সম্পাদকের বার্তা

রহমতুল্লাহ্ স্মৃতি পাঠাগার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি মনে করি যে, ব্যক্তি তথা সমাজকে সংস্কার মুক্ত উদার ও প্রগতিশীল করার জন্য চাই জ্ঞান অর্জন বৃদ্ধি করা। আর জ্ঞান অর্জনের উত্তম পন্থা হচ্ছে বই। জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের ধারা বাড়ানোর জন্য চাই নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাস। আর এর জন্য প্রয়োজন অধিক পরিমাণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

সেই লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ৭ জানুয়ারী তারিখে রামপুরা থানা বনশ্রীর আশে পাশের বিভিন্ন এলাকার প্রগতিশীল সংস্কৃতিমনা উৎসাহী শিক্ষিত বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ একত্রিত হয়ে রহমতুল্লাহ্ স্মৃতি পাঠাগার এর কর্মকান্ড শুরু করেন।

রহমতুল্লাহ্ স্মৃতি পাঠাগার এলাকার লোকজনকে পাঠক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং পাঠকদের নিয়ে প্রতি মাসে পাঠচক্র এবং সমাজে বিভিন্ন দিবসের তাৎপর্য অনুযায়ী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাস ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ এবং সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়াশীলদের রোধ, দুর্নীতিমুক্ত শোষণহীন, মূল্যবোধ এবং প্রগতিশীল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাই রহমতুল্লাহ্ স্মৃতি পাঠাগারের মূল লক্ষ্য।

প্রসপারিনা সরকার
সাধারণ সম্পাদক
রহমতুল্লাহ্ স্মৃতি পাঠাগার

রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার

প্রতিষ্ঠানের নাম	:	রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার
প্রতিষ্ঠানের সাল	:	০৭ জানুয়ারী, ২০১৩ ইং
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	:	বাসা-১৫, রোড-০২, ব্লক-সি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।
মোবাইল নাম্বার	:	০১৭৩১-০৯০২৬৫
ই-মেইল	:	rspathagar13@gmail.com, prosperina979@gmail.com
গ্রন্থাগারের পরিচালক	:	প্রসপারিনা সরকার
তালিকাভূক্তি দপ্তর	:	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তালিকাভূক্তি নং-০১৭২, তারিখ-১৯/১১/২০২১৭
গ্রন্থাগারের ব্যাংক হিসাব	:	রহ্‌মতুল্লা স্মৃতি পাঠাগার হিসাব নং-২২৭ ১০০ ২৮২২, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি, বনশ্রী, ঢাকা।
কার্য এলাকা	:	বনশ্রী, রামপুরাসহ সমগ্র ঢাকা জেলা।

ভূমিকা:

ব্যক্তির পরিবার সমাজ তথা জাতীকে সমৃদ্ধ সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে মৌলবাদ, ধর্মীয় গোড়ামি কুসংস্কারমুক্ত, উদার প্রগতিশীল উন্নত করার জন্য চাই জ্ঞান অর্জন এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বৃদ্দি করা সেই লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ০৭ জানুয়ারী বনশ্রী এলাকার আশে পাশের শিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত পেশাজীবি গণ্যমান্য ব্যক্তির সন্মানিত উদ্যোগে রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়।

লক্ষ্য:

জ্ঞান অর্জন ও সাংস্কৃতিক চর্চার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের অন্যায়, দূর্নীতি, সন্ত্রাস মুক্ত ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ এবং সমাজে প্রক্রিয়াশীলদের প্রতিহত করা, বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মকে মুক্ত, চিন্তা, চেতনা, ধর্মান্ধতা দুর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী, কুসংস্কার মুক্ত, সততা, মানবিকতার আলোতে উদ্ভাসিত করাই রহ্‌মাতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগারের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য:

১। সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাধিকারের ভিত্তিতে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

২। সফল অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে, বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্য্য এলাকার অধিবাসী ও জনগোষ্ঠির মধ্যে একতা, বিশ্বাস এবং আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য।

৩। অতিদরিদ্র বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাহাদের সাংগঠনিক চেতনা জাগানো।

৪। জনগণের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের পরিচর্যা, পুষ্টি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।

৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় ত্রানে সামগ্রী ও পুর্নবাসনে সহযোগীতা করা।

৬। সচেতনতা ও দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাগত উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৭। গরিব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সর্বজনিন শিক্ষা ব্যবস্থাকরণ।

৮। গণস্বাক্ষরতা ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।

৯। অবহেলিত ও পশ্চাদপদ মহিলা সমাজের হারানো অধিকার পুনরুদ্ধারসহ তাদেরকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ।

১০। সভা, কর্মশালা মাধ্যমে যুব সমাজকে মাধক বিরোধী আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালনে উদ্ভুদ্ধ করা এবং প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন করা।

রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগারের একটি কার্যকর কমিটি রয়েছে।

রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগারের সাংগঠনিক কার্যকর পরিচালনা করার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি রয়েছে। কার্যকরী কমিটির সংখ্যা ০৭ জন।

০১। সভাপতি

০২। সহ সভাপতি

০৩। সাধারণ সম্পাদক

০৪। কোষাধ্যক্ষ
০৫। সাংগঠনিক সম্পাদক
০৬। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
০৭। কার্যনির্বাহী সদস্য।

রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগারের কর্মসূচী

০১। শিশুদের মধ্যে বই পড়া কর্মসূচী
০২। নিয়মিত বই পড়া ও প্রতিযোগীতা কর্মসূচী
০৩। বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচী
০৪। দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষন কর্মসূচী
০৫। সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান
০৬। বিভিন্ন দিবস উদযাপন
০৭। বিবিধ

শিশুদের পার্শ্বে রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার

শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও বই পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরীর মাধ্যমে তাদের মেধা বুদ্ধি বৃদ্ধিতে নিয়মিত বই পড়া ও পাঠচক্র ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে সহযোগীতা করা।

প্রকাশের লক্ষ্যে সমাজে বসবাসরত মানুষদের সচেতন করার পাশাপাশি সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সহযোগীতা করা হয়। শিশুদের মধ্যে সাংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যেমন- গান, নাচ, আবৃত্তি। সততা মানবিকতা একতা ও মানুষদের সহায়তার কল্যাণে মহৎ মানবীয় গুনাবলী সমন্বয়ের ক্ষেত্রে রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

নিয়মিত বই পড়া ও প্রতিযোগীতা কর্মসূচী

রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার নিয়মিত বই পড়া ও প্রতিযোগীতা কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। জ্ঞানই শক্তি এই শ্লোগানে উদ্ভুদ্ধ হয়ে রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার তাদের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে সামনের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী একটি সংগঠন যার প্রদান উদ্দেশ্য হলো মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি, সততা, মানবিকতা সামাজিকতা উদ্ভুদ্ধ হয়ে সকল নাগরিক ও শিশুদেরকে, আগামীর প্রজন্মের জন্য সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল এক স্বপ্নময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার কাজ করছে।

বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচীতে রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার

২০২২-২০২৩ সালে রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার বনশ্রী, রামপুরা মালিবাগ থানার বিভিন্ন স্কুল, প্রাইমারী স্কুলে, বিভিন্ন বস্তি এলাকায় বসবাসরত অসচেতন দরিদ্র নারী, পুরুষ, শিশু কিশোরদের মধ্যে নিম্ন লিখিত বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষন, আলোচনা সভা, কর্মশালা, সেমিনারের মাধ্যমে সচেতনতা মূলক কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। যেমন-

- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা হাত ধোয়া বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ডেঙ্গু চিকন গুণিয়া করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি করা।
- যৌতুক বিহীন বিবাহ এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

- বিভিন্ন ধুমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতন করা।
- আইন বিষয়ক সেমিনার, শিশু শ্রম বন্ধ, শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- মা ও শিশুস্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়ে সচেতনাতা।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- হস্ত শিল্প ও সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার ইত্যাদি দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ।

সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগারের পাঠকদের মধ্যে বই পড়া প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যেমন- বিভিন্ন চিত্রাকংন, গান, নাচ, আবৃত্তি প্রতিযোগীতা প্রোগ্রাম আয়োজন করা এবং বিজয়ীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরন করা হয়।

বিভিন্ন দিবস উদযাপনে রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই রহ্‌মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার বিভিন্ন দিবসে তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা বই পাঠ, চিত্রাকংন, প্রতিযোগীতায়, র‍্যালি, শ্লোগান, বিভিন্ন পোষ্টার, ব্যানার, পুষ্প অর্পন ও দলীয় সভার আয়োজন করা হয়।

- **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।**

○ স্বাধীনতা দিবস।

○ আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

- বাংলা নববর্ষ।

- পরিবেশ দিবস।

- বিজয় দিবস।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে
আলোচনা সভা ও

রহমতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে
আলোচনা সভা ও

২৬ মার্চ-স্বাধীনতা দিবস-২০২৫
স্বাধীনতা দিবসে মেধার বিকাশে বই পড়ার প্রতিযোগিতা
আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রহমতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার
Rahmatullah Smriti Pathagar

- বিবিধ

রহমতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার
Rahmatullah Smriti Pathagar

রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার বই পাঠ বই বিতরণ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে সচেতনতা মূলক কর্মকান্ড এবং সমাজের কল্যাণমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নে সভা কর্মশালা সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে।

সর্বপরী রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে সমাজের সকল শ্রেনীর মধ্যে বই পড়া অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও সমাজের সামাজিক মূল্য বোধের অবক্ষয় রোধ করে মুক্ত চিন্তা চেতনায় লালন ধারণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে, মানবিকতার গুনাবলিতে সমৃদ্ধ সুস্থ্য সুন্দর সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

প্রস্পারিনা সরকার

পরিচালক

রহ্মতুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার